প্রথম আলো

তারিখ ....8 JUN 2009...
পৃষ্ঠা ...২১... কলাম...১......

শতকরা ৪৮ ভাগ শিশু প্রাথমিক স্তরে, ৪২ ভাগ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শতকরা ১০ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। ৪৮ ভাগ শিশু প্রাথমিক স্তরে এবং ৪২ ভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ে। এ পরিস্থিতি এড়াতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। গতকাল রোববার সিরডাপ মিলনায়তনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

'পাঠ্যবইয়ে মানবাধিকার : শিশুরা কী জানছে' শীর্ষক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পাঠ্যবইয়ে নেতিবাচক উপস্থাপনার দিকগুলো যাচাই-বাছাই চলছে। ২০১১ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে যুগোপযোগী ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হবে।' শিশুবান্ধব এসব বইয়ে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, নৈতিকতা, শ্রমের মর্যাদা, বিজ্ঞানমনস্কতাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি গুরুত্ব পাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে পাঠ্যপুস্তকে মানবাধিকার শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর। তিনি পাঠ্যপুস্তকে মানবাধিকারের পাশাপাশি জাতিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, শ্রেণী বৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, গ্রাম অবজ্ঞাসহ নানা ত্রুটি উদাহরণসহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বিষয়গুলো উপস্থাপনায় নেতিবাচকতার কারণে শিশুর মানসিক গড়ন বাধাগ্রস্ত হয়, যা বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা যাচাই-বাছাই করে পরিবর্তন করা জরুরি।'

নির্ধারিত আলোচক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'শিশুর পাঠ্যবইয়ে মানবাধিকারের চেয়ে মানুষ-সংশ্লিষ্ট করে বিষয়াদি উপস্থাপনা জরুরি।'

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়গুলো শিশুদের মনে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ভুল তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলেন। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞায়নে সাবধানতা অবলম্বন এবং পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

শিক্ষাক্রম আমাদের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে না উল্লেখ করে মমতাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, 'প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা এবং পরিমার্জনা প্রয়োজন।'

প্রাথমিক স্তরের বইয়ের তুলনায় মাধ্যমিক স্তরের বইয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়বস্তু বেশি দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'বই লেখক নির্বাচনে রাজনৈতিক নিয়োগ হলেও তিনি যেন যোগ্য ব্যক্তি হন সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।'

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ওপর জোর দেন। তিনি শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমগুলোকে অনুরোধ করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাংসদ সাগুফতা ইয়াসমিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তা জিয়াউল হাসান, *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, *সমকাল*-এর উপসম্পাদক মোজাম্মেল হোসেনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিরা।

বক্তারা বই মুদ্রণের আগে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।